০২/৪৫/২৮৪
০৩/০২/২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা
[কাস্টমস অধিশাখা]

স্থায়ী আদেশ নং-৩৩/২০২১/কাস্টমস/

তারিখঃ ০৫ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২০ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

০১। শিরোনাম: The Customs Act, 1969 এর বিধানবলে আটককৃত ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য সামগ্রী নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংরক্ষণ ও হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে The Customs Act, 1969 এর Section 219 ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে নিম্নরূপ আদেশ জারি করা হলো যা **শুল্ক গুদামে পণ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও গুদাম ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশ,** ২০২১ নামে অভিহিত করা হবে।

০২। সংজ্ঞা: অন্য আইন, বিধি বা আদেশে যা কিছুই থাকুক না কেনো এই আদেশ অনুযায়ী;

ক) অস্থায়ী জমা: অস্থায়ী জমা বলতে সাময়িক আটক রশিদমূলে (Detention Memo) আটককৃত মূল্যবান পণ্য অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে নিলাম সংক্রান্ত জারিকৃত বিধিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকে সাময়িক সংরক্ষণ করাকে বুঝাবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান নীতির আওতায় পণ্য গ্রহণপূর্বক জমাকারীর নাম, ন্যাশনাল আইডি কার্ড ও দাপ্তরিক পরিচিতি নম্বর সম্বলিত গ্রহণ রশিদ প্রদান করবেন। তবে, দপ্তরসমূহ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অস্থায়ী জমা প্রদানের পূর্বে পণ্যের বর্ণনা, পরিমাণ যথাযথ চিহ্ন বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে উহার কপি সিলড বক্সে ও নথিতে সংরক্ষণ করবেন।

খ) মূল্যবান পণ্য: মূল্যবান পণ্য বলতে স্বর্ণবার, স্বর্ণপিন্ড, স্বর্ণালঙ্কার, রৌপ্যবার, রৌপ্যপিন্ড, রৌপ্য অলঙ্কার, মুদ্রা (দেশি বা বিদেশী), হীরা এবং স্বর্ণ, রুপা বা হীরার তৈরি অন্য যে কোন পণ্যকে বুঝাবে।

গ) সাধারন শুল্ক গুদাম: গুদাম অর্থ The Customs Act, 1969 এর তৎসংশ্লিষ্ট বিধান লঙ্ঘন করে আনীত পণ্যের সাময়িক সংরক্ষণাগার। গুদাম একটি নির্দিষ্ট আবদ্ধ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট সুনির্দিষ্ট স্থান/কক্ষ হবে। কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক আদেশ দ্বারা গুদামের স্থান ও ক্ষেত্র নির্ধারিত হবে। কমিশনার অব কাস্টমস প্রয়োজন অনুসারে যথাযথ নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সম্বলিত সাধারন গুদাম স্থাপন এবং আদেশ অনুযায়ী গুদাম পরিচালনা করবেন।

ঘ) মূল্যবান শুল্ক গুদাম: মূল্যবান গুদাম অর্থ অধিকতর ও বিশেষ নিরাপত্তা কাঠামোয় নিয়ন্ত্রিত গুদাম যেখানে মূল্যবান পণ্য সাময়িক সংরক্ষিত থাকবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক কমিশনার অব কাস্টমস প্রয়োজন অনুসারে যথাযথ নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সম্বলিত মূল্যবান গুদাম স্থাপন এবং আদেশ অনুযায়ী মূল্যবান গুদাম পরিচালনা করবেন।

ঙ) স্থায়ী জমা: স্থায়ী জমা বলতে সাময়িক আটক রশিদমূলে (Detention Memo) আটককৃত মূল্যবান পণ্য ন্যায়-নির্ণয়ণপূর্বক চূড়ান্তভাবে (অর্থাৎ Undisputed) সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্তকৃত ও নিলামের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা করাকে বুঝায়। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান স্বর্ণ ও বুলিয়ান নীতির আলোকে উক্ত পণ্যের পরিমাণ, খাঁটিত্বসহ সুনির্দিষ্ট তথ্য সম্বলিত জমা রশিদ প্রদান করবেন।

০৩। সাধারন শুল্ক গুদামের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য:

(১) কাস্টমস সাধারন গুদাম একটি আবদ্ধ প্রকোষ্ঠ হবে এবং একটি মাত্র প্রবেশ দ্বার দ্বারা গমনাগমন করা যাবে। প্রবেশদ্বারে সংরক্ষিত রেজিস্টারে এন্ট্রি (পরিশিষ্ট-ক অনুযায়ী) প্রদান করে শুধুমাত্র গুদাম কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ক্ষেত্র বিশেষে শুল্ক গুদামের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার অনুমতিক্রমে বিশেষ প্রয়োজনে (গুদাম নিরীক্ষণ, পরীক্ষণ, নিলাম ক্যাটালগ প্রস্তুত প্রভৃতি) গুদাম কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ভিন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারী বা ব্যক্তিগণ গুদামে প্রবেশ করতে পারবেন। গুদামে প্রবেশ ও প্রস্থানের প্রাক্কালে কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক পদস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারী দ্বারা প্রত্যেকবার দেহ তল্লাশী করা হবে।

(২) মেঝে ও ছাদসহ সাধারন গুদামের চারপাশের নির্মিত দেয়ালের নিরাপত্তা প্রদানের বিষয়টি পুর প্রকৌশলী কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

(৩) সাধারন গুদাম স্থাপনার অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রবেশপথে, গুদামের অভ্যন্তরে/বাইরে চতুর্দিকে প্রয়োজনীয় সিসিটিভি/আইপি ক্যামেরা/ স্পাই ক্যামেরা স্থাপন করতে হবে যেগুলো সদরদপ্তরের সেন্ট্রাল ইনফরমেশন নেটওর্য়াকের সাথে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সংযোগের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(৪) সাধারন গুদামে ধারণকৃত সকল সিসিটিভি ভিডিও ফুটেজ ধারণের সময় হতে ন্যূনতম ০১ (এক) বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

০৪। <u>মূল্যবান শুল্ক গুদামের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য:</u>

(১) মূল্যবান শুল্ক গুদাম অধিকতর নিরাপত্তা বলয়ে চাপ ডোর বিশিষ্ট ১৮ আরসিসি দেয়ালে প্রস্তুতকৃত একটি মাত্র প্রবেশ দ্বার বিশিষ্ট কক্ষ দ্বারা প্রস্তুত করা যেতে পারে। তবে প্রয়োজনের নিরীখে সাধারণ গুদামের অভ্যন্তরে পৃথকভাবে প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ ও পৃথক নিরাপত্তা প্রবেশ দ্বার দ্বারা মূল্যবান গুদাম প্রস্তুত করা যেতে পারে। মূল্যবান গুদামের অভ্যন্তরে প্রকোষ্ঠভিত্তিক লকার মূল্যবান পণ্য সংরক্ষণে ব্যবহার করতে হবে।

(২) মূল্যবান গুদামের নিরাপত্তা দ্বারে সংরক্ষিত রেজিস্টারে (পরিশিষ্ট-খ অনুযায়ী) এন্ট্রিপূর্বক শুধুমাত্র মূল্যবান গুদাম কর্মকর্তাগণ গমনাগমন করতে পারবেন। এই গমনাগমনকালে কমিশনার অব কাস্টমস দ্বারা নির্দিষ্টকৃত নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাসহ প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত থাকবেন, দেহ তল্লাশী নিশ্চিত করবেন অত:পর নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাসহ গুদাম কর্মকর্তা প্রবেশ করবেন। বিশেষ প্রয়োজনে (গুদাম নিরীক্ষণ, পরীক্ষণ, নিলাম ক্যাটালগ প্রস্তুত প্রভৃতি) শুল্ক গুদামের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার লিখিত অনুমতিক্রমে ভিন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারী বা ব্যক্তিগণ গুদামে প্রবেশ করতে পারবেন। মূল্যবান শুল্ক গুদামে প্রবেশ ও প্রস্থানের প্রাক্কালে কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক পদস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারী দ্বারা প্রত্যেকবার দেহ তল্লাশী করা হবে।

(৩) মূল্যবান গুদাম বিশেষভাবে সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে ইস্পাতবেস্টনী নির্মাণসহ সিকিউরিটি টেস্টেড দরজা স্থাপন করতে হবে। মেঝে ও ছাদসহ মূল্যবান গুদামের চারপাশের নির্মিত দেয়ালের নিরাপত্তা প্রদানের বিষয়টি পুর প্রকৌশলী কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

(৪) মূল্যবান গুদাম স্থাপনার অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রবেশপথে, গুদামের অভ্যন্তরে/ বাইরে চতুর্দিকে প্রয়োজনীয় সিসিটিভি/আইপি ক্যামেরা/ স্পাই ক্যামেরা স্থাপন করতে হবে যেগুলো সদরদপ্তরের সেন্ট্রাল ইনফরমেশন নেটওর্য়াকের সাথে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সংযোগের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(৫) মূল্যবান গুদামে সিকিউরিটি অ্যালার্মের ব্যবস্থা রাখতে হবে। সিকিউরিটি এলার্ম সিস্টেমের সাথে সদর দপ্তরের সেন্ট্রাল ইনফরমেশনের সিস্টেমের নিরবচ্ছিন্নভাবে সংযোগের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(৬) মূল্যবান গুদামে ধারণকৃত সকল সিসিটিভি ভিডিও ফুটেজ ধারণের সময় হতে ন্যূনতম ০১ (এক) বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

(৭) মূল্যবান গুদামের ভিতর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অটোমেটেড ফায়ার এক্সটিংগুইশার স্থাপন করতে হবে, এ বিষয়ে বিমানবন্দরের অবকাঠামো নিয়ন্ত্রণকারী কর্তপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৮) মূল্যবান গুদামে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এন্টি থেফট এলার্ম (Anti-Theft Alarm) স্থাপন করতে হবে।

(৯) মূল্যবান গুদামের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রবেশ দ্বারে Human Body Scanner স্থাপন করতে হবে।

০৫। **সাধারন শুল্ক গুদাম প্রবেশদ্বারে Lock & Key ব্যবস্থাপনা:**

শুল্ক গুদামে প্রবেশের Lock & Key অন্যূন ২ জন কর্মকর্তা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হবে। অর্থাৎ গুদাম কর্মকর্তা ব্যতিরেকে কমিশনার অব কাস্টমস দ্বারা আদেশকৃত ভিন্ন একজন কর্মকর্তা দ্বারা প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত হবে। গুদাম প্রবেশদ্বারে Combination Lock বা সাধারণ সীলগালা একাধিক তালা থাকবে। পদস্থ গুদাম কর্মকর্তা ব্যতীত কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক পদস্থ তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তা দিয়ে Lock & Key ব্যবস্থা
নিয়ন্ত্রিত হবে। প্রতিদিন গুদাম হতে বের হবার পর গুদাম সীলগালা করা হবে এবং সীলগালাকৃত তালা পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের জিম্মায় রক্ষিত চাবি দিয়ে দ্বার উন্মুক্ত করতে হবে। গুদাম কর্মকর্তা ও তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তা সীলগালাকৃত তালা বিধি বহির্ভূতভাবে উন্মুক্ত করা হয়েছে কি'না তা পরীক্ষা করবেন ও অত:পর দ্বার উন্মুক্ত করবেন।

০৬। **মূল্যবান শুল্ক গুদামের প্রবেশদ্বারে Lock & Key ব্যবস্থাপনা:**

মূল্যবান গুদামের Lock & Key গুদাম কর্মকর্তা ব্যতীত এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমসের নিম্নে নয় এরূপ কর্মকর্তাসহ অন্যূন ২ জন কর্মকর্তা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হবে । প্রয়োজনের নিরীখে মূল্যবান গুদামের প্রবেশদ্বারে তৃতীয় একটি Lock & Key বা Combination Lock দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে অর্থাৎ মূল্যবান গুদামে একাধিক গুদাম কর্মকর্তা পদস্থ করা যাবে। মূল্যবান গুদামে প্রবেশকালে গুদামের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা অর্থাৎ এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস বা তদুর্ধ্ব কর্মকর্তার পূর্বানুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তা (পদস্থ এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস বা তদুর্ধ্ব কর্মকর্তা) ও গুদাম কর্মকর্তা কর্তৃক সীলগালাকৃত তালা উন্মুক্তকরণপূর্বক প্রবেশ করা হবে। তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তা সার্বক্ষণিক মূল্যবান গুদাম কর্মকর্তার সাথে গুদামে অবস্থান নিশ্চিত করবেন এবং কর্মকর্তাগণ প্রবেশ ও প্রস্থানের পূর্বে দেহ তল্লাশীসহ তালা সম্পূর্ণরূপে সীলগালা কি'না তা নিশ্চিত করবেন।

০৭। **গুদাম কর্মকর্তা:**

কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক প্রতিটি গুদামের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে এক বা একাধিক গুদাম কর্মকর্তা পদস্থ করবেন। গুদাম কর্মকর্তা হবেন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা বা তদুর্ধ্ব কর্মকর্তা।

০৮। **গুদাম কর্মকর্তার দায়িত্বঃ**

(১) পদস্থ গুদাম কর্মকর্তা সামগ্রিক স্থিতি বুঝে নিয়ে অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কমিশনার অব কাস্টমস বরাবর চার্জ লিস্টসহ দায়িত্ব গ্রহণ ও পূর্ববর্তী মূল্যবান গুদাম কর্মকর্তা দায়িত্ব হস্তান্তর পত্র দাখিল করবেন। তবে শর্ত থাকে যে,

যুক্তিসংগত কারণবশত: উপযুক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনার অব কাস্টমস এই সময়সীমা অনধিক এক মাস বৃদ্ধি করতে পারবেন। একই সাথে রক্ষিত পণ্যের বর্ণনা, পরিমাণ বা অন্যান্য বিষয়ে কোনোরূপ সন্দেহ থাকলে উপযুক্ত পরীক্ষণের মাধ্যমে রক্ষিত পণ্যের সঠিকতা নিশ্চিত করবেন।

(২) আটক রশিদ মূলে জমাযোগ্য পণ্যের বর্ণনা, পরিমাণ ও প্রকৃতি সঠিক প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রযোজ্য গুদামে জমা রাখবেন। গুদামে আটককৃত পণ্য প্রকারভেদ বিবেচনায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Godown Register (GR), Transit Godown Register (TGR) বা Valuable Godown Register (VGR) অর্থাৎ একটি সনাক্তকারী নম্বর প্রদান করে সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে এন্ট্রি প্রদান করবেন।

(৩) আটক রশিদসহ আটককৃত পণ্যের তথ্যাদি সপ্তাহান্তে সদর দপ্তরের বিচার শাখা বরাবর প্রেরণ করবেন।

(৪) যে সকল পণ্য নিলাম স্থায়ী আদেশ অনুযায়ী দ্রুত নিষ্পত্তিযোগ্য তাদের তালিকা প্রণয়ন করে সদর দপ্তরের নিলাম শাখার অনুমোদনক্রমে পর্যটন কর্পোরেশন, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণভান্ডার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

(৫) বিচারাদেশ বা গুদাম হতে পণ্য নিষ্পত্তিকালে রেজিস্ট্রারে তথ্য এবং আটককৃত পণ্য গ্রহণকারীর আঙ্গুলের ছাপ, স্বাক্ষর ও অনুমোদনের কপি সংরক্ষণ করতে হবে। নিষ্পত্তিকৃত পণ্যের তথ্য রেজি: এন্ট্রি নম্বর ভিত্তিক সপ্তাহভিত্তিক তথ্য বিচার ও নিলাম শাখা প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

(৬) গুদাম কর্মকর্তা গুদামে প্রবেশরত সকল ব্যক্তির তথ্য (পরিচিতি নম্বরসহ) নিয়মিত লিপিবদ্ধ হচ্ছে কি'না তা নিশ্চিত করবেন।

(৭) গুদামে নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রয়েছে কি'না তা মনিটরিংপূর্বক নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। নিরাপত্তা কাঠামোয় কোনরূপ সন্দেহ হলে বা নিরাপত্তা ক্যামেরা যথাযথ পরিচালিত না হলে অনতিবিলম্বে সদর দপ্তরে অবহিত করবেন।

(৮) গুদাম কর্মকর্তা গুদামে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় নিজ দায়িত্বে তার দেহ তল্লাশি ও বহনকারী বস্তু (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) গুদাম নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা দ্বারা যাচাইপূর্বক রেজিস্টারে স্বাক্ষর গ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

(৯) আটককৃত পণ্যের বিষয়ে সন্দেহ থাকলে তা আটককারী কর্মকর্তার সাময়িক জিম্মায় রেখে পর্যাপ্ত পরীক্ষণপূর্বক নিশ্চিত হয়ে পণ্য গ্রহণ করবেন।

(১০) গুদামে রক্ষিত পণ্যের আইটেমভিত্তিক পরিমাণ, পূর্ববর্তী মাসের জের প্রভৃতি তথ্যাদি প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে সদর দপ্তরে প্রেরণ করবেন।

(১১) গুদাম ব্যবহারে ক্রটি পরিলক্ষিত হলে বা নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য ক্রটিপূর্ণ হলে বা আইনানুগ নিষ্পত্তিকৃত পণ্য প্রকৃত মালিককে ফেরত প্রদানে ব্যর্থ হলে বা সাময়িক আটককৃত পণ্যের পরিমাণ, প্রকৃতি, বর্ণনা পরিবর্তিত হলে গুদাম কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

<u>০৯। তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তা:</u>

(১) সাধারন শুল্ক গুদামের জন্য তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তা হবেন অন্যূন রাজস্ব কর্মকর্তা, যিনি কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক পদস্থ হবেন এবং গুদামের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে সদর দপ্তরকে অবহিত করবেন।

(২) মূল্যবান শুল্ক গুদামের জন্য তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তা হবেন অন্যূন এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস, যিনি কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক পদস্থ হবেন এবং মূল্যবান গুদামের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে সদর দপ্তরকে অবহিত করবেন।

১০। তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব:

(১) গুদাম প্রবেশদ্বারে গুদামে আগত ও বর্হিগমনকারী ব্যক্তির তথ্য, গুদাম কর্মকর্তা আগমন ও প্রস্থান তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ হচ্ছে কি'না তা নিশ্চিত করবেন।

(২) নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার অনুমোদন ব্যতীত মূল্যবান গুদামের প্রবেশ সংরক্ষিত থাকবে বিধায় তত্ত্বাবধায়নকারী কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

(৩) গুদামের সিসিটিভি, হিউম্যান বডি স্ক্যানারসহ অন্যান্য ইক্যুপমেন্ট কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি'না তা প্রতি সপ্তাহে যাচাই করে সদর দপ্তর কে অবহিত রাখবেন।

(৪) মূল্যবান গুদামের প্রবেশদ্বারের তালা বা COMBINATION LOCK অটুট কি'না তা যাচাইপূর্বক সদর দপ্তরকে নিয়মিত অবহিত রাখবেন।

(৫) মূল্যবান গুদামের ক্ষেত্রে LOCK & KEY সংরক্ষণ পূর্বক মূল্যবান গুদামের প্রবেশদ্বারের সীলগালাকৃত তালা বা COMBINATION LOCK উন্মুক্ত করবেন এবং বন্ধ করবেন।

১১। নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা:

নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা গুদামের নিয়ন্ত্রনকারী এলাকার ভ্যাট বিভাগীয় কর্মকর্তা অথবা আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দরের শিফট ইনচার্জ অথবা কমিশনারেট/কাস্টম হাউসে পদস্থ সদর দপ্তরের এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস বা তদুর্ধ্ব কর্মকর্তা, যিনি কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক জারীকৃত আদেশে পদস্থ থাকবেন।

১২। নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব:

(১) মূল্যবান গুদামের LOCK & KEY ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে মূল্যবান গুদামের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করা হবে, এক্ষেত্রে সঠিক ব্যক্তিবর্গের প্রবেশ নিশ্চিত করার দায় নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার।

(২) জরুরী প্রয়োজনে মূল্যবান গুদামে গুদাম কর্মকর্তা ব্যতীত ভিন্ন ব্যক্তির প্রবেশকালে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন ও তথ্যাদি প্রবেশ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন।

(৩) গুদাম প্রবেশ দ্বারে দেহ তল্লাশি কার্যক্রম সুচারুভাবে নিশ্চিত হচ্ছে কি'না মনিটর করবেন।

(৪) নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা দৈবচয়নে নিয়মিত গুদাম কর্মকর্তা ও গুদামে গমনাগমণকারী ব্যক্তির দেহ তল্লাশি করবেন।

১৩। সদর দপ্তরের সেন্ট্রাল ইনফরমেশন নেটওয়ার্কের এক্সেস কন্ট্রোল কর্মকর্তা:

সদর দপ্তরে সেন্ট্রাল ইনফরমেশন এক্সেস কন্ট্রোল শাখা সৃজন ও ব্যবস্থিতকরণ নিশ্চিত করতে হবে। Access Control বা মনিটরিং কর্মকর্তা হবেন সদরদপ্তরে পদস্থ অন্যূন সহকারী প্রোগ্রামার বা এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পর্যায়ের কর্মকর্তা।

১৪। সদর দপ্তরের সেন্ট্রাল ইনফরমেশন নেটওয়ার্কের এক্সেস কন্ট্রোল কর্মকর্তার দায়িত্ব:

(১) গুদামের সিকিউরিটি এলার্ম যথাযথভাবে কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন।

(২) সিসিটিভি ফুটেজের কার্যক্রম সঠিক রয়েছে কি'না বা নিয়মিত রেকর্ড হচ্ছে কি'না তা নিশ্চিত করবেন। রেকর্ড সংরক্ষণ না হলে বা যান্ত্রিক ত্রুটির বিষয় তৎক্ষণাৎ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

(৩) সিসিটিভি অপারেশনের জন্য Access Control System চালু করতে হবে। Access Authorization কোন ক্রমেই ডেলিগট করা যাবে না। নির্ধারিত কর্মকর্তা অনুপস্থিতিকালে কমিশনার অব কাস্টমসের অনুমোদনক্রমে সদর দপ্তরের সহকারী প্রোগ্রামারের সমমানের অথবা তদুর্ধ্ব পদের কর্মকর্তাকে Access Control এর দায়িত্ব দিতে হবে। সর্বোচ্চ সতর্কতা নিশ্চিতে একই ধরণের ২টি পরিপূরক ব্যবস্থা থাকবে যেখানে একটি অকার্যকর হলেও অন্যটি দ্বারা রেকর্ডেড চলমান থাকে এবং মনিটরিং করা যায়।

(৪) মূল্যবান গুদামের এন্টি থেফট এলার্মের কার্যকারিতা মাসিক ভিত্তিতে যাচাইপূর্বক যন্ত্রের কর্মদক্ষতা অটুট রয়েছে কি'না নিশ্চিত করবেন।

(৫) সদর দপ্তর হতে গুদামের সার্বক্ষণিক মনিটরিং পদ্ধতি নিশ্চিত করবেন।

(৬) গুদাম ব্যবস্থাপনায় প্রচলিত অনলাইন পদ্ধতিতে এন্ট্রি প্রদান নিশ্চিত, ইউজার-পাসওয়ার্ড প্রদান, বদলিকৃত কর্মকর্তার ইউজার নিষ্ক্রিয়করণসহ সিস্টেমটির আধুনিকতা এবং বাৎসরিক হালনাগাদে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ চেয়ে যথাসময়ে চাহিদাপত্র উপস্থাপন করবেন।

১৫। দেহ তল্লাশীকারী কর্মকর্তা:

দেহ তল্লাশী কর্মকর্তা হবেন কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক নির্ধারিত সিপাই বা তদুর্ধ্ব পদমর্যাদার ইউনিফর্মধারী কর্মকর্তা-কর্মচারী। এরূপ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মধ্যে 24x7 রোটেশন ভিত্তিক দায়িত্ব বন্টন করা হবে।

১৬। দেহ তল্লাশীকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব :

(১) সর্বোচ্চ সর্তকর্তার সাথে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী বা ব্যক্তির দেহ তল্লাশী নিশ্চিত করবেন।

(২) প্রবেশদ্বারে রক্ষিত রেজিস্টারে বর্ণিত তথ্যাদি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করবেন।

(৩) গুদাম কর্মকর্তা বা তত্ত্বাবধায়ককারী কর্মকর্তা কর্তৃক গুদামদ্বার LOCK ও সীলাগারকৃত হয়েছে কি'না এবং সীলাগালাকৃত তালার অখন্ডতা নিয়মিতভাবে নিশ্চিত করবেন।

(৪) তালা সঠিকভাবে সীলগালাকৃত না হলে তৎক্ষণাৎ গুদাম কর্মকর্তার নজরে আনবেন। অন্যথায় সীলগালা বিনষ্ট হওয়ার দায় তার উপর বর্তাবে।

১৭। আটককৃত পণ্য গ্রহণ পদ্ধতি:

(১) চোরাচালানকৃত বা The Customs Act, 1969 এর বিধান লঙ্ঘন করে আনীত পণ্য সকল আটককারী সংস্থা জরুরী ভিত্তিতে নিকটস্থ কাস্টমস গুদামের গুদাম কর্মকর্তার নিকট জমা প্রদান করবেন।

(২) কাস্টমস কর্মকর্তাগণ কাস্টমস স্টেশনে/বন্দরসমূহে দায়িত্বপালনকালে চোরাচালানকৃত বা The Customs Act, 1969 এর বিধান লঙ্ঘন করে আনীত পণ্য সাময়িক আটক রশিদে (Detention Memo) আটকের কারণ সুস্পষ্ট

উল্লেখপূর্বক আটককৃত পণ্যের পরিমাণ, প্রকৃতি বিবরণসহ পণ্যের মূল্যের ধারণাগত তথ্যসহ গুদাম কর্মকর্তার নিকট জমা প্রদান করবেন।

(৩) অন্যান্য সংস্থার সদস্যগণ চোরাচালানকৃত বা অন্যান্য আইনি বিধানবলে আটককৃত পণ্য আটকের কারণ, মামলা নং (যদি থাকে), আটককৃত ব্যক্তির (যদি থাকে) পূর্ণাঙ্গ তথ্য, আটকের স্থান, আটককারী কর্মকর্তার বিবরণ, মূল্যবান পণ্যের পরিমাণ, প্রকৃতি, বর্ণনা প্রভৃতি উল্লেখসহ সংস্থার উপযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত পত্রের বিপরীতে নিকটস্থ কাস্টমস গুদামে জমা প্রদান করবেন। উপযুক্ত কাস্টমস কর্মকর্তা উক্ত লিখিত পত্রের বিপরীতে সাময়িক আটক রশিদে আটককৃত পণ্যের পরিমাণ, প্রকৃতি বিবরণসহ পণ্যের মূল্যের ধারণাগত তথ্যসহ গুদাম কর্মকর্তার নিকট জমা প্রদান করবেন।

(৪) গুদাম কর্মকর্তা সাময়িক আটক রশিদের বিপরীতে আনীত পণ্যের পরিমাণ, বিবরণ ও প্রকৃতি নিশ্চিত হয়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ট্রানজিট গোডাউন রেজিস্টার (টিজিআর) (বিমানবন্দরে আটককৃত পণ্যের জন্য)/ মূল্যবান গোডাউন রেজিস্টারে (ভিজিআর) (মূল্যবান পণ্যের জন্য) /গোডাউন রেজিস্টার (জিআর) (সাধারন গুদামে সংরক্ষিত পণ্যের জন্য) নম্বর প্রদান করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, গুদাম কর্মকর্তা আটককৃত মূল্যবান পণ্যের উল্লিখিত তথ্যের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনে নিবন্ধিত স্বর্ণাকার (স্বর্ণ/রৌপ্য/হীরা প্রভৃতির ক্ষেত্রে) বা নিকটস্থ বাংলাদেশ ব্যাংক বা সোনালী ব্যাংকের (মুদ্রার ক্ষেত্রে) মতামত গ্রহণ করতে পারবেন। তবে এরূপ ক্ষেত্রে যত দ্রুত সম্ভব উক্ত মতামত গ্রহণ করতে হবে।

(৫) কমিশনারেট বা কাস্টম হাউসসমূহ আটককৃত পণ্য ব্যবস্থিতকরণে প্রয়োজনে অনলাইন টিজিআর/ভিজিআর/জিআর নম্বর প্রদান ও স্বয়ংক্রিয় তথ্য ব্যবস্থাপনা চালু করতে পারবে। অন্যান্য সংস্থার সদস্যগণ চোরাচালানকৃত বা অন্যান্য আইনি বিধানবলে আটককৃত পণ্য আটকের কারণ, মামলা নং (যদি থাকে), আটককৃত ব্যক্তির (যদি থাকে) পূর্ণাঙ্গ তথ্য, আটকের স্থান, আটককারী কর্মকর্তার বিবরণ, মূল্যবান পণ্যের পরিমাণ, প্রকৃতি, বর্ণনা প্রভৃতি উল্লেখসহ সংস্থার উপযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত পত্রের বিপরীতে নিকটস্থ কাস্টমস গুদামে জমা প্রদান করবেন। উপযুক্ত কাস্টমস কর্মকর্তা উক্ত লিখিত পত্রের বিপরীতে সাময়িক আটক রশিদে আটককৃত পণ্যের পরিমাণ, প্রকৃতি বিবরণসহ পণ্যের মূল্যের ধারণাগত তথ্যসহ গুদাম কর্মকর্তার নিকট জমা প্রদান করবেন।

(৬) উপানুচ্ছেদ (১)-(৫) এ বর্ণিত পদ্ধতির সাথে 'অখালাসকৃত বা চোরাচালানের অভিযোগে আটককৃত ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের নিষ্পত্তি পদ্ধতি সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশ, ২০২১' এ বর্ণিত 'পণ্য জমা প্রদান ও গ্রহণ পদ্ধতি' সমন্বিতভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১৮। গুদামে রক্ষিত পণ্য নিষ্পত্তিকরণ পদ্ধতি:

(১) বিচারাদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি: বৈদেশিক মুদ্রা, মূল্যবান ধাতু বা মূল্যবান পণ্যের বিচারিক কার্যক্রম আবশ্যিকভাবে বিচার শাখার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে। জিআর/টিজিআরের আওতাভুক্ত আটক পণ্যের ক্ষেত্রে আটককৃত পণ্য শুল্ক স্টেশনের বিমানবন্দর ইউনিট বা সংশ্লিষ্ট ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তর বা কমিশনারেটসমূহের সদর দপ্তরের বিচার শাখা কর্তৃক সংক্ষিপ্ত বিচারাদেশের (Summary Adjudication) মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যাবে। তবে শর্ত থাকে যে, পণ্য মূল্য অনুযায়ী ন্যায়-নির্ণয়ন কর্মকর্তা বিচারাদেশ সম্পন্ন ও নিষ্পত্তি করবেন।

(২) নিলামের মাধ্যমে বা অন্যবিধভাবে নিষ্পত্তিঃ আটককৃত ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের নিষ্পত্তি পদ্ধতি সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশ, ২০২১ এর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী নিলামযোগ্য পণ্য নিষ্পত্তি করতে হবে। একই আদেশের বিধান অনুসরণ করে হস্তান্তরযোগ্য এবং ধ্বংসযোগ্য পণ্যও নিষ্পত্তি করতে হবে।

১৯। আটককৃত মূল্যবান পণ্য নিষ্পত্তিতে বিচারাদেশ পদ্ধতিঃ

(১) মূল্যবান পণ্য আটক পরবর্তী আটককারী কর্মকর্তা আটক রশিদের মূলে আটক প্রতিবেদন সদর দপ্তরের বিচার শাখা বরাবর অনতিবিলম্বে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

(২) প্রাপ্ত আটক রশিদ, আটক প্রতিবেদন ও আটককৃত পণ্যের মালিকের তথ্যের বিপরীতে কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করবেন। কারণ দর্শাও নোটিশ জারীর ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব গৃহীত না হলে পরবর্তী ২য় ও সর্বশেষ কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করতে হবে। ২য় কারণ দর্শাও নোটিশের পর জবাব গৃহীত না হলে বিচার শাখা পণ্যের ন্যায় নির্ণায়ণে প্রযোজ্য ব্যবস্থা বিধি মোতাবেক গ্রহণ করবে। তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ কারণ বশতঃ ও যৌক্তিক মর্মে প্রতীয়মান হলে কমিশনার অব কাস্টমস ৩য় বাবের মতো কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করার অনুমোদন প্রদান করতে পারেন। নোটিশের পত্র যোগাযোগ রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরিত হবে।

(৩) মালিকবিহীন অবস্থায় আটককৃত মূল্যবান পণ্যের কারণ দর্শাও নোটিশ কাস্টমস ও ভ্যাট কমিশনারেটসমূহের সদর দপ্তরের নোটিশ বোর্ডে প্রদান করতে হবে ও ন্যূনতম ২ (দুই) বার কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করতে হবে।

(৪) প্রাপ্ত জবাবের ভিত্তিতে প্রযোজ্য ন্যায় নির্ণয়ণকারী কর্মকর্তা বিচারাদেশ জারি করবেন। বিচারাদেশের কপি গুদাম কর্মকর্তা, আটককারী কর্মকর্তা ও আটককারী সংস্থাকে প্রদান করতে হবে।

(৫) গুদাম কর্মকর্তা বিচারাদেশের নির্দেশনার আলোকে আটককৃত মূল্যবান পণ্য ছাড় প্রদান অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থায়ী জমা প্রদান নিশ্চিত করবেন।

(৬) ছাড়যোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে বিচারাদেশের সঠিকতা নিশ্চিত সাপেক্ষে শুধুমাত্র প্রকৃত দাবীকারীর (বিচারাদেশে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে) সনাক্তকারীর আঙ্গুলের ছাপ সংরক্ষণপূর্বক রেজিস্টারে স্বাক্ষর গ্রহণ করে দাবীকারীকে ছাড় দিবেন। ছাড় প্রদানের পূর্বে বিচারদেশের বর্ণিত জরিমানা ও শুল্ক কর প্রদান করেছে কি'না তা অনলাইনে যাচাইপূর্বক নিশ্চিত করবেন।

(৭) ছাড়যোগ্য নয় বা আংশিক বাজেয়াপ্তকৃত মূল্যবান পণ্য বিচারাদেশ জারী হওয়ার পর বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থায়ী জমাকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সংশ্লিষ্ট গুদাম রেজিস্টারে বিচারাদেশ নম্বর ও সিদ্ধান্ত উল্লেখ করে রেজিস্টার জের তথা গুদামের নীট জের হতে হিসাব বিয়োগপূর্বক মূল জমার হিসাব সংরক্ষণ করবেন। এসকল পণ্য অবশ্যই পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকে মূল্যবান পণ্য হস্তান্তর (স্থায়ী বা অস্থায়ী যাই হোক না কেন) তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা প্রদান করতে হবে। অন্যথায় পণ্য হারানো/খোয়ানোর দায়ে গুদাম কর্মকর্তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

২০। <u>আটককৃত মদ বা সিগারেট জাতীয় পণ্য হস্তান্তর পদ্ধতিঃ</u>

(১) বিমানবন্দর বা শুল্ক গুদামে আটককৃত মদ বা সিগারেট জাতীয় পণ্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত অখালাসকৃত বা চোরাচালানের অভিযোগে আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের নিষ্পত্তি পদ্ধতি সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশ, ২০২১ এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন বা নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান এর নিকট বিক্রয় করতে হবে।

(২) আটককৃত মদ বা লিকার ১০ লিটারের সমমান বা নিম্নে এবং সিগারেট ২০ কার্টুনের সমমান বা নিম্নে হলে আটককালীন তৎক্ষণাৎ পণ্যটি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। মালিকবিহীন অবস্থায় আটক বা হস্তান্তরকৃত পণ্য অনতিবিলম্বে বাজেয়াপ্ত হিসেবে গণ্য হবে।

(৩) মদ বা সিগারেট জাতীয় পণ্যের জেরে স্বচ্ছতা আনয়নে আটককৃত পণ্যের পরিমাণ, বিক্রয় তথ্যসহ মাসিক জের প্রতিমাসে কমিশনারেট/কাস্টম হাউস বরাবর প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। একইসাথে বিক্রয় বাবদ সরকারি অর্থের জমার প্রমাণক সংযুক্তিপূর্বক দাখিল করতে হবে।

২১। <u>আটককৃত মাদক নিষ্পত্তি পদ্ধতি:</u>

(১) আটককৃত মাদক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে উপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করতে হবে।

(২) আটককৃত পণ্য মাদক কি'না তা আটককালীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর পরীক্ষণপূর্বক নিশ্চিত করবেন।

(৩) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ, পরীক্ষণ প্রতিবেদন অনুযায়ী মাদকের বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করে আটক রশিদ প্রস্তুতপূর্বক আটককারী ব্যক্তি (যদি থাকে) এবং আটককারী সংস্থার স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে।

(৪) মামলা বা বিচারিক কার্যক্রমে স্বাক্ষ্য হিসেবে আটককৃত পণ্য উপস্থাপনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বাধ্য থাকবে মর্মে রেজি: এ লিখিত এবং স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে।

২২। নিলামের মাধ্যমে **নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য ব্যবস্থিতকরণ ও নিষ্পত্তিকৃত পণ্যের হস্তান্তর পদ্ধতিঃ**

(১) গুদাম কর্মকর্তা গুদামে রক্ষিত পণ্যের নিলামযোগ্য জের নিয়মিতভাবে সদর দপ্তরের নিলাম শাখায় অবহিত করবেন।

(২) সরকারের অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য তথা নিলামযোগ্য পণ্য ইনভেন্ট্রির জন্য গুদামের পৃথক স্থানে সংরক্ষণ থাকবে।

(৩) নিলামযোগ্য পণ্যের ইনভেন্ট্রি সমাপ্ত হলে নিলাম লট অনুযায়ী সনাক্তকরণে সহায়ক হবে এমনরূপে বিন্যস্থ করতে হবে। লটের/ক্যাটালগের তথ্য সংশ্লিষ্ট আটক রশিদের বিপরীতে গুদামের সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রারে উল্লেখ করতে হবে।

(৪) নিলাম প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তিকৃত পণ্য নিলাম বিজয়ীর প্রযোজ্য দলিলাদি সংরক্ষণর্পূবক সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার এ এন্ট্রি ও স্বাক্ষর গ্রহণ পূর্বক ছাড় দিতে হবে।

(৫) নিলাম প্রক্রিয়ায় ছাড় প্রদানকৃত পণ্যের তথ্যাদি অনলাইন সিস্টেমে আটক রশিদের বিপরীতে এন্ট্রি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

(৬) উপানুচ্ছেদ (১)-(৫) এ বর্ণিত পদ্ধতির সাথে 'অখালাসকৃত বা চোরাচালানের অভিযোগে আটককৃত ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের নিষ্পত্তি পদ্ধতি সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশ, ২০২১' এ বর্ণিত 'নিলাম পদ্ধতি' সমন্বিতভাবে অনুসরণ করতে হবে।

২৩। ধ্বংসযোগ্য পণ্যের নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া ঃ

(১) যে সকল পণ্য ধ্বংসযোগ্যে হিসেবে বিবেচিত বা আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য তা গুদামের পৃথক স্থানে সংরক্ষণর্পূবক উহার তথ্যাদি সদর দপ্তরের নিলাম বা ধ্বংস কমিটিকে অবহিত করতে হবে।

(২) ধ্বংসযোগ্য পণ্যের গুদাম হতে অপসারণের পূর্বে গুদাম কর্মকর্তা পণ্যের হস্তান্তর ধ্বংস কমিটির নিকট হস্তান্তর করবে এবং উক্ত কমিটির সদস্য সচিব সংশ্লিষ্ট এন্ট্রির বিপরীতে স্বাক্ষর প্রদান করবেন।

(৩) উপানুচ্ছেদ (১) ও (২) এ বর্ণিত পদ্ধতির সাথে 'অখালাসকৃত বা চোরাচালানের অভিযোগে আটককৃত ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের নিষ্পত্তি পদ্ধতি সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশ, ২০২১' এ বর্ণিত 'ধ্বংসের মাধ্যমে নিষ্পত্তি পদ্ধতি' সমন্বিতভাবে অনুসরণ করতে হবে।

২৪। মূল্যবান গুদামে আটককৃত বা বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য হস্তান্তর পদ্ধতি:

(১) আটককৃত বা কাস্টমস গুদামে হস্তান্তরিত মূল্যবান পণ্য জরুরী ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থায়ী জমা/অস্থায়ী জমা ভিত্তিতে প্রেরণ করতে হবে।

(২) তবে ন্যায় নির্ণয়নযোগ্য বা ব্যাগেজ বিধিমালায় যাত্রী কর্তৃক আনয়নযোগ্য সীমার মধ্যে মূল্যবান পণ্য মূল্যবান গুদামে সাময়িক জমা রাখা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে দুই মাসের মধ্যে পণ্যের বিচারিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি না হলে মূল্যবান পণ্য বাংলাদেশ ব্যাংকে হস্তান্তর করতে হবে।

(৩) চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তিকৃত নয় অর্থাৎ মামলা সংশ্লিষ্ট বা বিচারাধীন আটকৃত মূল্যবান পণ্য ট্রেজারি রুলসের S.R.- ৫১ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকে অস্থায়ী জমা প্রদান করতে হবে।

(৪) চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তিকৃত (Undisputed) আটককৃত মূল্যবান পণ্য বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থায়ীভাবে জমা প্রদান করতে হবে। স্থায়ীভাবে জমাকৃত পণ্য দ্রুত নিলামকরণে বাংলাদেশ ব্যাংককে সংশিষ্ট কাস্টম হাউস/কমিশনারেট পত্র প্রেরণ করবে। নিলামকালে আটককারী কাস্টমস/কমিশনারেট দপ্তর ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উপযুক্ত প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক নিলামে প্রাপ্ত অর্থ সংশিষ্ট কাস্টমস/কমিশনারেট দপ্তরের রাজস্ব হিসাব কোডে জমাকরণ নিশ্চিত করবে।

(৫) যে সকল কাস্টমস গুদামের নিকটবর্তী স্থানে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা নেই উক্ত ক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংক মূল্যবান পণ্য অস্থায়ী জমা নিশ্চিত করবেন। এক্ষেত্রে, সোনালী ব্যাংককে ট্রেজারী রুলসের পরিপালনীয় নির্দেশনা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের জারিকৃত স্বর্ণ ও বুলিয়ান নীতিমালা যথা নিয়মে পরিপালন করতে হবে।

২৫। সাধারন শুল্ক গুদাম নিরীক্ষণ:

প্রতি পঞ্জিকা বছরের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে গুদামের দায়িত্বে নিয়োজিত যুগ্ম কমিশনারের নিম্নে নয় এরূপ কর্মকর্তা কর্তৃক সাধারন গুদাম পরিদর্শন করতে হবে। পরিদর্শনপূর্বক পরিশিষ্ট-গ মোতাবেক পরিদর্শন প্রতিবেদন কমিশনার অব কাস্টমস বরাবর প্রেরণ করবেন।

২৬। মূল্যবান শুল্ক গুদাম নিরীক্ষণ:

(১) প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে গুদামের দায়িত্বে নিয়োজিত যুগ্ম কমিশনারের নিম্নে নয় এরূপ কর্মকর্তা কর্তৃক মূল্যবান গুদাম পরিদর্শন করতে হবে। পরিদর্শনপূর্বক পরিশিষ্ট-ঘ মোতাবেক পরিদর্শন প্রতিবেদন কমিশনার অব কাস্টমস বরাবর প্রেরণ করবেন।

(২) প্রতি পঞ্জিকা বছরের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ ও জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক গঠিত টিম মূল্যবান গুদামের স্থিতি ও গুণগত মান যাচাই পূর্বক কমিশনার অব কাস্টমস বরাবর প্রেরণ করবেন।

(৩) প্রতি ৬ মাস অন্তর অন্তর কমিশনারেট/কাস্টম হাউস পরিশিষ্ট-ঙ অনুযায়ী মূল্যবান গুদামের পরিস্থিতি প্রতিবেদন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

(৪) অনুচ্ছেদ ২৬(১) হতে অনুচ্ছেদ ২৬(৩) এ যাই থাকুক না কেনো গোপন সংবাদ বা বিশেষ কারণবশতঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যে কোন সময় মূল্যবান গুদাম পরিদর্শনপূর্বক প্রাপ্ত প্রতিবেদনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারবে।

২৭। নিরীক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

(১) নিরীক্ষকগণ দৈবচয়নে গুদামে রক্ষিত আটককৃত পণ্যের তথ্যাদি যাচাই ও নিশ্চিত করবেন।

(২) নিরীক্ষাকালে শুল্ক গুদামের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট আছে কি'না উক্ত বিষয় যাচাই করে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

(৩) শুল্ক গুদামের ব্যবহৃত রেজিস্টার যথাযথভাবে এন্ট্রি প্রদান ও সংরক্ষিত কি'না তা যাচাই করবেন।

(৪) নিরীক্ষাকালে পণ্য সংরক্ষণ, অনলাইনের তথ্য বা আদেশ অনুযায়ী নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য ব্যবস্থিত না হলে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রেরণ করবেন।

২৮। পদস্থ গুদাম কর্মকর্তার গুদামের দায়িত্ব গ্রহণ ও হস্তান্তর পদ্ধতি:

(১) মূল্যবান ও ট্রানজিট গোডাউনের পণ্য সংরক্ষণ/হস্তান্তর প্রক্রিয়া অনধিক ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।

(২) পদস্থ নতুন গুদাম কর্মকর্তা গুদামের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যাচাইপূর্বক সঠিক রয়েছে কি'না নিশ্চিত করবেন।

(৩) পদস্থ গুদাম কর্মকর্তা দায়িত্ব প্রদানকারী/গ্রহণকারী কর্মকর্তার নিকট রেজিস্টার বর্ণনা এবং প্রদর্শনপূর্বক হস্তান্তর করবেন।

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থায়ীভাবে/অস্থায়ীভাবে স্বর্ণবার/স্বর্ণলাংকার, রৌপ্য/রৌপ্যবার এবং মুদ্রার জমাদানের বাংলাদেশ ব্যাংকে কপি রেজিস্টার লিপিবদ্ধ অনুযায়ী প্রমাণক যাচাই স্বাপেক্ষে দায়িত্ব প্রদানকারী কর্মকর্তা দায়িত্ব গ্রহণকারী কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করবেন।

(৫) লিকার ও সিগারেট বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনকে প্রদানের মাসিকভিত্তিক হিসাবের প্রমাণক নিশ্চিত হয়ে দায়িত্ব বুঝে নিবেন।

(৬) নিলামযোগ্য পণ্য বা নিলামকৃত পণ্যের তথ্যাদি রেজিস্টার লিপিবদ্ধের প্রমাণক নিশ্চিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণকারীর কর্মকর্তা দায়িত্ব বুঝে নিবেন।

(৭) ধ্বংসযোগ্য পণ্যের বিবরণ, তালিকা এবং বর্তমান অবস্থান তথ্যাদি রেজিস্টার লিপিবদ্ধের প্রমাণক নিশ্চিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণকারীর কর্মকর্তা দায়িত্ব বুঝে নিবেন।

(৮) গোডাউনের আওতাধীন সকল ধরনের লকার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কক্ষের তালা এবং চাবি সচল অবস্থায় বুঝে নিবেন। গোডাউনের প্রধান গেট এর তালা ও চাবি নতুন কর্মকর্তার পদায়ন ভিত্তিক পরিবর্তন করে হস্তান্তর করতে হবে।
(৯) সমস্ত মালামাল বুঝিয়ে দেয়ার সময় প্রতিটি রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ অনুযায়ী মালামালের সংখ্যা, পরিমাণ উল্লেখ করে গ্রহণকারী ও প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়ন্ত্রণকারী ও তত্ত্বাবধায়নকারী কর্মকর্তার উপস্থিতিতে নোট তৈরি করবেন। নোটের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় গ্রহণকারী ও প্রদানকারী কর্মকর্তাদের সীল সহ স্বাক্ষর থাকবে।

২৯। শুল্ক গুদামে রক্ষিত আটককৃত পণ্যের রক্ষণাবেক্ষণ ঃ
(১) গুদাম কর্মকর্তা আটককৃত পণ্যের বিপরীতে আটক রশিদের তথ্য সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার এন্ট্রি প্রদান করবেন।
(২) রেজিস্টার এ এন্ট্রি ঘরে নিম্নোক্ত ছক মোতাবেক তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

ক্রমিক নং	আটক রশিদ নং ও তারিখ	যাত্রী/আমদানিকারকের নাম ও পরিচিতি নম্বর	পণ্যের নাম/আকৃতি /প্রকৃতি	পণ্যের পরিমান	নিষ্পত্তির তথ্য	নিষ্পত্তির তারিখ	

(৩) আটককৃত পণ্য পৃথকভাবে সনাক্তকরণে সহায়ক বাক্স/প্যাকেট/কার্টুন/মোড়কে আবৃত করে তার উপর আটক রশিদ নম্বর লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করতে হবে।
(৪) কাস্টম হাউস/ কমিশনারেটসমূহ গুদাম ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় ডাটাবেইজ পদ্ধতি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রচলন করতে হবে। এক্ষেত্রে তথ্যাদির স্বয়ংক্রিয় লিপিবদ্ধ নিশ্চিত হবে।
(৫) গুদামে রক্ষিত পণ্যের স্থিতি ও অনলাইনে ডাটাবেইজে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) স্থিতির পারস্পারিক সঠিকতা নিশ্চিত করতে হবে।

৩০। স্বর্ণকার নিয়োগ:
স্বর্ণের খাঁটিত্ব ও পরিমাপ নিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেক কমিশনারেট/কাস্টম হাউসসমূহ সরকারী বিধি ও আইন মোতাবেক প্রতি অর্থবছরের জন্য ৩ সদস্যের স্বর্ণকার প্যানেল নিয়োগ দিতে পারবেন। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত স্বর্ণকারসমূহ বাংলাদেশ জুয়েলারি সমিতি কর্তৃক নিবন্ধিত ও প্রত্যায়িত হতে হবে এবং অনূন্য ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এছাড়া, কমিশনারেট/কাস্টম হাউস স্বর্ণ পরিমাপক স্বয়ংক্রিয় ও আধুনিক যন্ত্রাদি ক্রয় করতে পারবে এবং আটককালীন সময়ে গুদাম কর্মকর্তা উক্ত যন্ত্রাদি দিয়ে মূল্যবান পণ্য পরীক্ষণপূর্বক তথ্যের সত্যতা নিরূপণ করতে পারবেন।

৩১। অফিস আদেশ জারী করার ক্ষমতা: কমিশনারেট/কাস্টম হাউসসমূহ এই আদেশের সাথে সংগতিপূর্ণ প্রয়োজনীয় অফিস আদেশ জারি করতে পারবে।

৩২। এই আদেশটি জারির তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

পরিশিষ্ট-ক

ক্রমিক নং	তারিখ	ব্যক্তির নাম ও মোবাইল নং	পরিচিতি নং (এন.আই.ডি)	আগমনের সময়	প্রস্থানের সময়	স্বাক্ষর	আগমনের অনুমোদনকারী কর্মকর্তা ও অনুমতির স্মারক নং	দেহ তল্লাশীকারীর মন্তব্য

পরিশিষ্ট-খ

ক্রমিক নং	তারিখ	ব্যক্তির নাম ও মোবাইল নং	পরিচিতি নং	আগমনের সময়	প্রস্থানের সময়	স্বাক্ষর	গমনের কারণ	বিশেষ আগমনের অনুমোদনকারী কর্মকর্তা ও অনুমতি পত্রের স্মারক নং	দেহ তল্লাশীকারীর মন্তব্য

পরিশিষ্ট-গ

০১। নিরাপত্তা দ্বারের লক ও কি যথাযথ কি'না
০২। রেজিস্টার হালনাগাদ কি'না
০৩। সিসিটিভি ফুটেজ রেকর্ড হচ্ছে কি'না ও সর্বশেষ এক মাসের রেকর্ড এর কপি সংরক্ষিত রয়েছে কি'না
০৪। সাধারন গুদামে সংরক্ষিত পণ্যের হালনাগাদ স্থিতি, পূর্ববতী মাসের স্থিতি ও নিষ্পত্তি বিবেচনায় সঠিক রয়েছে কি'না (দৈবচয়নে আইটেমভিত্তিক অন্যূন ১% হালনাগাদ স্থিতি যাচাই করে মতামত দিবেন)
০৫। স্থিতির সংক্ষিপ্ত জের
০৬। স্বাভাবিক কর্মপরিবেশ বিষয়ে মতামত
০৭। অন্যান্য (যদি থাকে)

পরিশিষ্ট-ঘ

০১। নিরাপত্তা দ্বারের লক ও কি যথাযথ কি'না
০২। রেজিস্টার হালনাগাদ কি'না
০৩। সিসিটিভি ফুটেজ রেকর্ড হচ্ছে কি'না ও সর্বশেষ এক মাসের রেকর্ড এর কপি সংরক্ষিত রয়েছে কি'না
০৪। মূল্যবান গুদামে সংরক্ষিত পণ্যের হালনাগাদ স্থিতি, পূর্ববতী মাসের স্থিতি ও নিলাম বিবেচনায় সঠিক রয়েছে কি'না
০৫। স্থিতির সংক্ষিপ্ত জের
০৬। স্বাভাবিক কর্মপরিবেশ বিষয়ে মতামত
০৭। অন্যান্য (যদি থাকে)

পরিশিষ্ট-ঙ

০১। বিগত ৬ মাসের পরিশিষ্ট-ঘ অনুযায়ী পরিদর্শন প্রতিবেদন (সংযুক্ত করতে হবে) অনুযায়ী সন্তোষজনক কি'না
০২। মূল্যবান গুদামের স্থিতির বর্ণনা
০৩। পূর্বোক্ত জেরের সাথে স্থিতি সঠিক রয়েছে কি'না
০৪। সামগ্রিক মূল্যায়ন

২৭.১২.২০২১

(খন্দকার মুহাম্মদ আমিনুর রহমান)
সদস্য (গ্রেড-১)
শুল্ক : রপ্তানি বন্ড ও আইটি

স্থায়ী আদেশ নং-৩৩/২০২১/কাস্টমস তারিখঃ ০৫ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ২০ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ:

(১) সদস্য (সকল), কাস্টমস ও ভ্যাট অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
(২) প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
(৩) কমিশনার/মহাপরিচালক (সকল), কাস্টমস ও ভ্যাট অনুবিভাগ।
(৪) মহাপরিচালক, গবেষণা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা/ সিআইসি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
(৫) সিস্টেম ম্যানেজার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (তাঁকে আলোচ্য স্থায়ী আদেশটি NBR ও কাস্টমসের ওসেবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
(৬) প্রথম সচিব/দ্বিতীয় সচিব (সকল), কাস্টমস ও ভ্যাট অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
(৭) উপ-পরিচালক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেঁজগাও, ঢাকা (তাঁকে বাংলাদেশ গেজেটে ৫০০ কপি প্রকাশের অনুরোধসহ)

২১/১২/২০২১

(নাজমুন নাহার)
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: গোয়েন্দা ও নিলাম)